সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ৮২৪

২/ সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১৩৬. সালাতে কেউ সূরাহ্ পড়া ছেড়ে দিলে

بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

আরবী

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَافِعٌ: أَبْطَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى أَبُو نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ، وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ، حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ لِعُبَادَةَ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ، قَالَ: أَجَلْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ:هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟، فَقَالَ بَعْضُنَا: إِنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ، قَالَ: " فَلَا، وَأَنَا أَقُولُ: مَا لِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنُ، فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ "

ـ ضعيف

বাংলা

৮২৪। নাফি’ ইবনু মাহমুদ ইবনু রাবী’ আল-আনসারী সূত্রে বর্ণিত। নাফি’ বলেন, একবার ’উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ) ফজর সালাতে বিলম্বে উপস্থিত হন। ফলে মুয়াজ্জিন আবূ নু’আইম (রহঃ) সালাতের তাকবীর বলে লোকদের নিয়ে সালাত আরম্ভ করেন। তখন আমি এবং ’উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ) উপস্থিত হয়ে আবূ নু’আইমের পিছনে ইক্বাতিদা করি। আবূ নু’আইম সালাতে স্বরবে কিরাত পড়ছিলেন। ’উবাদাহ (রাঃ) (তার পিছনে) সূরাহ ফাতিহা পড়েন। সালাত শেষে আমি ’উবাদাহ (রাঃ)-কে বললামঃ আবূ নু’আইমের স্বরবে কিরাত পাঠকালে আমি আপনাকেও সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতে শুনলাম?

তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ওয়াক্তের স্বরব ক্বিরাআতের সালাতে আমাদের ইমামতি করেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিরাআতের সময় আটকে গেলেন। অতঃপর সলাম শেষে তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বলেনঃ আমার স্বরবে কিরাত পাঠকালে তোমরাও কি কিরাত করেছ? জবাবে আমাদের কেউ বলেন, হ্যাঁ আমরাও কিরাত করেছি। তখন তিনি বলেন, এমনটি করবে না। তিনি আরো বলেন, কিরাত পাঠের সময় তাইতো ভাবছিলাম, আমার কুরআন পাঠ কিসে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে? অতএব আমি যখন সালাতে স্বরবে কিরাত করি, তখন তোমরা উম্মুল কুরআন (সূরাহ ফাতিহা) ছাড়া অন্য কিছু পড়বে না।[1]

দুর্বল।

English

Nafi’b. Mahmudb. Al-Rabi’ Al-Ansari said:
“Ubadah b. al-samit came to late to lead the morning prayer. Abu Nu’aim, the mu’adhdhin, pronounced the takbir and he led the people in prayer. Then Ubadah came and I was with him. We Joined the row behind Abu Nu’aim, while Abu Nu’aim was reciting the Qur’an loudly. Then ‘Ubadah began to recite the Umm al-Quran (I.e Surah al Fatihah). When he finished, I said to Ubadah: I heard you reciting the Umm al-Qur’an while Abu Nu’aim was reciting Qur’an loudly. He replied: yes> The Messenger of Allah (ﷺ) led us in a certain prayer in which the Qur’an is recited loudly, but he became confused in the recitation. When he finished he turned his face to us and said: Do you recite when I recite the Qur’an loudly? Some of us said: we do so; this is why I said to myself: What is that which confused me (in the recitation of) the Qur’an. Do not recite anything from the Qur’an when I recite it loudly except the Umm al-Qur’an.

ফুটনোট

[1] বায়হাক্বী ‘সুনানুল কুবরা’ (২/১৬৫), ও কিতাবুল ক্বিরাআত, দারাকুতনী (১/১৬), নাসায়ী, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত। হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারীসহ অন্যরা হিশাম ইবনু হাস্বাল সূত্রে, মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারাক ও অন্যরা সাদাকাহ ইবনু খালিদ সূত্রে, আবূ দাঊদ ও অন্যরা হাদীসটি যায়িদ ও হারাম ইবনু হুকাইম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হারাম ইবনু হুকাইম ছাড়াও ইমাম মাকহুল নাফি ইবনু মাহমূদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাক্বী নাফি ইবনু মাহমূদের হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেনঃ এর সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ইমাম দারাকুতনী বলেনঃ এর সনদ হাসান এবং বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত। ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনার পর নীরব থেকেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ যে হাদীসের উপর নীরব থাকেন হানাফীদের নিকট সে হাদীস সহীহ- (দেখুন, হানাফী ফিক্বাহ ফাতহুল ক্বাদীর ১/৪৪০)। অনুরূপভাবে ইমাম নাসায়ী যে হাদীসের উপর নীরব থাকেন হানাফীদের নিকট সে হাদীসও সহীহ- (দেখুন, ইলাউস সুনান ১/১০৫)। কেবল

দু’ একজন মন্তব্যকারী নাফি‘ ইবনু মাহমূদ সম্পর্কে যে আপত্তি তুলেছেন তা সঠিক নয় বরং ভুল। মিসরের দারুল হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত আবূ দাউদের উপর তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ গ্রন্থে ডঃ আব্দুল ক্বাদীর, ডঃ সাঈদ মুহাম্মাদ সাঈদ ও উস্তায সাঈদ ইবরাহীম (রহঃ)ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

নাফি‘ ইবনু মাহমূদঃ তাকে ইবনু ‘আবদুল বার মাজহুল’ এবং ইবনু হাজার ‘মাসতূর’ বলেছেন। এ দু’টি শব্দের একই অর্থ, অর্থাৎ অপরিচিত। ইলাউস সুনান (১/১৪৪) গ্রন্থে রয়েছেঃ “যে বর্ণনায় দু’ জন সিক্বাহ (বিশ্বস্ত) বর্ণনাকারী থাকেন সে বর্ণনা মাজহুল (অপরিচিত) থাকে না।” সুতরাং উসূলে হাদীসে পরিপন্থি হওয়ায় তার সম্পর্কে ‘মাজহুল’ উক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। আর নুখবাতুল ফিকর (৮৭ পৃঃ) গ্রন্থে রয়েছেঃ মাসতূর সেই বর্ণনাকারীকে বলা হয় যাকে কোনো কালে কেউই বিশ্বস্ত বলেননি।” কিন্তু নাফি ইবনু মাহমূদকে তো সকলেই বিশ্বস্ত বলেছেন। যেমনঃ

১। ইমাম দারাকুতনী বলেনঃ নাফি ইবনু মাহমূদ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। (দেখুন, দারাকুতনী ১/৩২০)।

২। ইমাম হাকিম বলেনঃ নাফি ইবনু মাহমূদ বিশ্বস্ত (সিক্বাহ)। (দেখুন, মুসতাদরাক হাকিম, ২/৫৫)।

৩। ইমাম ইবনু হাজম বলেনঃ নাফি ইবনু মাহমূদ বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য। (দেখুন, আল-মুহাল্লা, ৩/২৪১)।

৪। ইমাম বায়হাক্বী বলেনঃ নাফি ইবনু মাহমূদ বিশ্বস্ত। (দেখুন, কিতাবুল ক্বিরাআত, ৬৪ পৃঃ)।

৫। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেনঃ নাফি ইবনু মাহমূদ একজন বিশ্বস্ত লোক এবং প্রসিদ্ধ তাবেঈন। (দেখুন, কিতাবুস সিক্বাত, ৫/৪৭০)।

৬। রিজালে পন্ডিত ইমাম যাহাবী বলেনঃ নাফি ইবনু মাহমূদ বিশ্বস্ত (সিক্বাহ)। (দেখুন, কাশিফ ৩/১৯৭)।

এছাড়াও ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম মুনযির, ইমাম আবূ আলী নিশাপুরী, ইবনু আদী, ইবনু মানদাহ, আবূ ইয়ালা খলীল এবং খাতিব বাগদাদী (রহঃ) সহ হাদীস সম্রাটগণের বিশাল জামা‘আত তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে নাফি ইবনু মাহমূদকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে মাজহুল ও মাসতুর অর্থাৎ কেউই তাকে চেনে না এ কথাটি আদৌই সঠিক না। কারণ মুহাদ্দিসগণের বিশাল জামা‘আত তাকে বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছেন।

সারাহ নুখবাহ গ্রন্থে রয়েছেঃ এ সমস্ত কারণে ইমাম সূয়ুতী (রহঃ) স্বীয় কিতাব ‘তাদরীবুল রাবী’ (১১৬-১১৭ পৃঃ) ফায়দা অধ্যায়ে লিখেছেনঃ হাফিযগণের এক জামা‘আত অনেক রিওয়ায়াতকে তাদের অজানার কারণে মাজহুল ও মাসতূরুল হাল বলেছেন, অথচ ঐ সমস্ত রিওয়ায়াত অন্যের নিকট ‘আদালাত’ বলে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌবী হানাফী (রহঃ) ‘গাইসুল গামাম’ গ্রন্থে (১১৯ পৃঃ) বলেনঃ ‘উবাদাহ ইবনু সামিত

(রাঃ)-এর হাদীসকে নাফি‘ ইবনু মাহমূদের কারণে যারা যঈফ বলেছেন তাদের প্রতি উত্তর এই যে, উক্ত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, এর সনদ হাসান এবং বর্ণনাকারী সকলেই সিক্বাহ। ইবনু হিব্বানও তাকে সিক্বাহ বলেছেন। সুতরাং দারাকুতনী, ইবনু হিব্বান, আল্লামা যাহাবীসহ আরো অনেকে তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন ও তা‘দীল করেছেন, তখন আর নাফি ইবনু মাহমূদকে মাসতূরুল হাল বলা কিছুতেই সমীচীন নয়। উল্লেখ্য আমাদের সম্মানিত উস্তাদ শায়খ আলবানী (রহঃ) হাফিয কর্তৃক নাফি ইবনু মাহমূদকে মাজহুল বলার কারণে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছিলেন। যা তিনি মিশকাতের তাহক্বীক্বে ব্যক্ত করেছেন।

জ্ঞাতব্য কোনো হানাফী আলিমের জন্যই সমীচীন নয় যে, উল্লেখিত মাজহুল বা মাসতূর উক্তি দ্বারা হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করা। কেননা ইলাউস সুনান গ্রন্থে রয়েছেঃ রুকনে সালাসাহ (সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈনগণের যুগকে বলা হয়) এর মাজহুল মাসতূর বর্ণনাকারী বর্ণিত হাদীস আমাদের (হানাফীদের) নিকট সহীহ।’ উক্ত গ্রন্থে আরো রয়েছেঃ ‘নিশ্চয়ই রুকনে সালাসাহ এর মাসতূর বর্ণনা আমাদের (হানাফীদের) নিকট গ্রহণযোগ্য।’ (দেখুন, ইলাউস সুনান, ৩/১৬১, এবং আরো বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তাওজিহুল কালাম, ১/৩৭৩-৩৭৭, মুসাল্লামাস সবুত, ১৯১ পৃঃ)।

আর নাফি‘ ইবনু মাহমূদ তো কুরুনে সালাসার একজন বিশ্বস্ত তাবেঈ। যিনি জমহুর মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট নির্ভরযোগ্য ও পরিচিত। সুতরাং নাফি‘ ইবনু মাহমূদের হাদীস হানাফীদের নিকটেও সহীহ। তাকে মাজহুল বা মাসতূর বলাটা ভুল।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী বর্ণনাকারীঃ নাফে ইবনে মাহমূদ ইবনুর-রবী (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=58142

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন